সমকাল

তারিখ 17 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজ হবে : প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নতুন চিকিৎসক তৈরির মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে তার সরকারের সিলেটে একটি পৃথক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, সব পর্যায়ের মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। জেলা-উপজেলার হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির ৪৩তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। বাসস ও বিডিনিউজ।

সিলেটে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে; তবে আমরা তা করছি না। বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করবে ও গবেষণার সুযোগ পাবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের নিচের শিক্ষার্থীরা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতে পারবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ের মেডিকেল কলেজগুলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজও যথাক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে।

চোখের চিকিৎসকদের প্রতি দেশের মানুষের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যারা চক্ষু চিকিৎসক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ আছেন, বাংলাদেশ যেন সব সময় আলোকিত ভবিষ্যৎ পায় সে লক্ষ্যে কাজ করবেন।' চক্ষু চিকিৎসার যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ যেন মানসম্মত চিকিৎসা পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু হয়। তবে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর তা বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালে আমরা আবার ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। সেখান থেকে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

প্রতি জেলায় মেডিকেল

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মানুষ সেবা পাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত সাত বছরে দেশে ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। উন্নত চক্ষু চিকিৎসাসেবার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বর্তমানে সারাদেশে ৬১২টি সরকারি হাসপাতাল এবং সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মেডিকেল কলেজ রয়েছে ১০০টি। হাসপাতালগুলোতে সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি আমরা।'

পোড়া রোগীদের জন্য বার্ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত যেভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে, মানুষ পুড়িয়ে তারা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে– এটা চিন্তারও বাইরে। তাদের আন্দোলন মানে মানুষ হত্যা, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারা।'

বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডা. শরফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সাবেক উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ মুদাচ্ছের আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. দীন মোহাম্মদ নুরুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. দীন মোহাম্মদ নুরুল হককে তার পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে শহীদ ডা. আলীম চৌধুরী স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চিকিৎসক সমাজের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।